313132 - যে নারী হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে গোসল করে ফেলেছে; এরপর ফজরের আগে নিশ্চিত হয়ে রোযা রেখেছে ও নামায পড়ছে; কিন্তু পুনরায় গোসল করেনি

প্রশ্ন

সে নারী পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে প্রথম রাতে গোসল করে ফেলেছে। তার প্রবল ধারণা হয়েছে যে সে পবিত্র হয়ে গেছে। ফজরের আগে সে পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে রোযা রেখেছে ও নামায পড়ছে; কিন্তু পুনরায় গোসল করেনি। তার রোযা ও নামায কি সহিহ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

নীচের দুটো আলামতের কোন একটির মাধ্যমে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া জানা যায়:

১। সাদা স্রাব নির্গত হওয়া। সেটা হচ্ছে স্বচ্ছ পানি; নারীরা যে পানিটা চিনে থাকে।

২। স্থানটি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ স্থানটির ভেতরে যদি কটন বা এ জাতীয় অন্য কিছু রাখা হয় তাহলে পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। কটনের মধ্যে রক্তের দাগ, হলদেটে বা লালচে দাগ থাকে না।

নারীর উচিত গোসল করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা; যাতে করে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন:

হায়েযের আগমন ও প্রস্থান শীর্ষক পরিচ্ছেদে। নারীরা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে ন্যাকড়ার থলেটি পাঠাত; যে ন্যাকড়াতে হলদেটে পানি থাকত। তখন তিনি বলতেন: তোমরা তাড়াহুড়া করো না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদা স্রাব দেখতে পাও। তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন: হায়েয থেকে পবিত্রতা। যায়েদ বিন ছাবেতের মেয়ের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, নারীরা রাতের বেলায়

পবিত্রতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য চরোগ চয়েে পাঠাত। তখন তনিি বললনে: আগরে নারীরা তো এভাবে করতনে না। তনিি তাদরে এ কর্মরে সমালোচনা করলনে।"[সমাপ্ত]

দুই:

যদি কোন নারী ফজররে আগে তার পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে নশ্চিতি হয় তাহলে তার উপর রোযা রাখা আবশ্যক হবে।

আর যদি পবিত্রতার ব্যাপারে নশ্চিতি না হন তাহলে তার রোযা সহিহ হবে না; এমনকি যদি ধরে নয়ো হয় যে, সারাদনিে তার থকেে কোন কছিু নর্গিত হয়নি তবুও। কনেনা হায়যে বন্ধ হয়ে গছেে এ ব্যাপারে নশ্চিতি হওয়া ছাড়া রোযার নয়িত করা শুদ্ধ নয়।

তনি:

যদি কোন নারী পবিত্রতার ব্যাপারে নশ্চিতি না হয়ে প্রথম রাত্রতিে গোসল করে ফলেনে; এরপর ফজররে আগে পবিত্রতার ব্যাপারে নশ্চিতি হন এবং পুনরায় গোসল না করে রোযা রাখনে ও নামায পড়নে তাহলে তার রোযা সহিহ হবে; কন্তিু নামায সহিহ হবে না। কারণ রোযার জন্য কবেল হায়যেরে রক্ত বন্ধ হওয়া শর্ত; যদি গোসল নাও করে। কন্তিু নামাযরে জন্য অবশ্যই গোসল করতে হবে। আর হায়যেরে রক্ত বন্ধ হয়ছেে কনিা এ ব্যাপারে সন্দহে থকেে যাওয়ার কারণে তার প্রথম গোসল শুদ্ধ নয়।

"মুনতাহাল ইরাদাত" গ্রন্থে (১/৫২) বলনে: "'হায়যে ও নফিাসরে গোসল করার জন্য শর্ত হল এ দুটো থকেে অবসর হওয়া।' অর্থাৎ হায়যে ও নফিাস বন্ধ হওয়া। যহেতেু এ দুটো চলমান থাকাটা গোসলরে সাথে সাংঘর্ষকি"।[সমাপ্ত]

"কাশ্শাফুল ক্বনিা" গ্রন্থে (১/১৪৬) গোসল ফরয হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে বলনে: "পঞ্চম কারণ হল: হায়যে নর্গিত হওয়া"। দললি হচ্ছে ফাতমিা বনিতে আবি হুবাইশ (রাঃ)কে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "(হায়যে) যখন চলে যাবে তখন গোসল করে নামায পড়বে"।[মুত্তাফাকুন আলাইহি]

এবং তনিি উম্মে হাববিা (রাঃ), সাহলা বনিতে সুহাইল (রাঃ) ও হামনা (রাঃ) প্রমুখ নারীদরেকে এ নর্দিশে দয়িছেনে। এবং এর পক্ষে সমর্থন রয়ছেে আল্লাহ্তাআলার এই বাণীতে: "তারপর তারা যখন প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন তাদরে কাছে যাও।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২২] অর্থাৎ তারা যখন গোসল করবে। এখানে স্ত্রী গোসল করার আগে স্বামীকে সহবাস করতে বারণ করা হয়ছেে। এর থকেে প্রমাণ হয় যে, গোসল করা ওয়াজবি। কারণরে সাথে বধিানকে সম্পৃক্ত করার

হতেুবশতঃ রক্তপাত শুরু হওয়ার মাধ্যমেই গোসল ফরয হয়েছে। আর রক্তপাত বন্ধ হওয়া গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।